দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৬...

আড়াই বছরেও খোঁজ মেলেনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অঞ্জনের

চার দফায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন

■ পিনাকি দাসগুপ্ত

২০১৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বন্ধুর ছোট ভাইকে নিয়ে বাসা থেকে বের হন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তানভীর হাসান অঞ্জন (২২)। তিন দিন পর বিমানবন্দর এলাকায় পাওয়া যায় তার মোটরসাইকেলটি। কিন্তু খোঁজ মেলেনি তার। এই আড়াই বছরে অঞ্জনের পরিবার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তার খোঁজে যায়নি; কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

তানভির হাসান অঞ্জন

উত্তরার শান্তা মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ প্রথম বর্ষে পড়তো অঞ্জন। ওই বছরের পহেলা মার্চ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বাড্ডা থানায় মামলা করেন অঞ্জনের চাচা সিরাজ মোল্লা। এর পর বাড্ডা থানায় দুই দফা তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়। পরে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সেখানেও দুই দফা তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়ে পরিদর্শক আলী হোসেন আকন এখন মামলাটি তদন্ত করছেন।

সিরাজ মোল্লা জানান, ঘটনার দিন দুপুরের খাবারের পর অঞ্জন তার বন্ধু সানির ছোট ভাই ইভানকে নিয়ে জোয়ার সাহারার (ক-৮৭ জোয়ার সাহারা) বাসা থেকে বের হয়। এরপর আর বাসায় ফেরেনি। ঘটনার পর পর ভাটারা ও উত্তরা পশ্চিম থানায় দুইটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছিল। নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সন্ধান চালালেও কেউ তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি। ঘটনার ৩ দিন পর বিমানবন্দর এলাকায় পাওয়া যায় পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আড়াই বছরেও খোঁজ

২০ পৃষ্ঠার পর

অঞ্জনের মোটরসাইকেলটি। এ ব্যাপারে বিমানবন্দর পুলিশ জানিয়েছিল, তারা মোটরসাইকেলটি বিমানবন্দর রেলস্টেশন এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

সিরাজ মোল্লা আরো বলেন, অঞ্জন এক বছর ভাটারা থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে। কারো সঙ্গে তার কোন বিরোধ ছিল না। যেদিন বাসা থেকে বের হয় সেদিন অঞ্জনের সঙ্গে ছিল ইভান। ইভানের বাসা উত্তরা এলাকায়। ইভানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা দুইজন সেদিন উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরে কেএফসির সামনে গিয়েছিল, সেখানে সানি ছিল। সানির কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ধার নিয়ে অঞ্জন বাড়ির পথে রওনা হয়। এরপর আর কোন যোগাযোগ হয়নি ইভানের সঙ্গে।

তিনি বলেন, আমাদের অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ ঘটনার পর সানিকে আটক করে। পরে আদালত থেকে জামিনে বের হবার মাস দেড়েকের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

সিরাজ মোল্লা বলেন, অঞ্জন বেঁচে আছে, না মারা গেছে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থানা পুলিশ, র‌্যাব, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থার কাছে ছুটে গিয়েছি। অনেকে আশার বাণী শুনিয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা সব আশা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা শুধু জানতে চাই কী ঘটেছিল, তার লাশ কোথায় দাফন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, অঞ্জন ছিল চার বোনের এক মাত্র ভাই। তার মা নার্গিস বেগম এখনও প্রহর গুণছেন ছেলে কবে আসবে। অপরিচিত কেউ বাসায় আসলে তাকেই জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কী অঞ্জনের কোন সন্ধান পেয়েছে? আমরা তার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

প্রায়ই তিনি বলেন, আমার ছেলের কোন খোঁজ পেয়েছে? যা-ই হোক, আমাকে জানাও। আমি সত্যটা শুনতে চাই। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

অঞ্জনের চাচা সিরাজ মোল্লা বলেন, বেশ কিছুদিন আগে এক পুলিশ কর্মকর্তার বড় ভাই তাকে জানিয়েছেন, অঞ্জনের খোঁজ আর কোনো দিনই মিলবে না। তানভীর একটি ভুল টার্গেটের স্বীকার হয়েছে।

মামলার বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক আলী হোসেন আকন বলেন, কিছুদিন আগে আমি মামলার তদন্তভার পেয়েছি। গত সপ্তাহে অঞ্জনের মাসহ পরিবারের অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু তার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে কোন ক্লু জানা যায়নি।